

‘মরৎচন্দ্রের স্ত্রী উপন্যাসগুলির মধ্যে ‘শ্রীকান্ত’ (চৌপর্ব) অন্যতম। এটি মরৎচন্দ্রের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস হিসাবে চিহ্নিত। স্মোহিতমান্ন মজুমদার তাঁর ‘শ্রীকান্তের মরৎচন্দ্র’ প্রবন্ধে বলেছেন - ‘শ্রীকান্ত মরৎচন্দ্রের স্ত্রী আত্মকাহিনী, উহা কেবল উপন্যাস-ই নহে। এই ক্ষেত্রে আত্মকাহিনী ও উপন্যাস হইয়া ওঠে, তাই কাব্য, ইহার নাটক প্রকারীয়ে ‘আত্ম’ ও বর্ষে, ‘পর’ বটে।’ শ্রীকান্তের সঙ্গে ইন্দ্রনাথ অন্নদাদিদির অশ্বপুত্র, বাজলক্ষ্মী-আওয়া-কমলনগর অক্ষরক ও প্রেমসম্পর্কের উদাহরণে এখানে চিত্রিত। নির্ভীক ইন্দ্রনাথের স্নেহবোধে প্রভাবিত শ্রীকান্ত ইন্দ্রনাথের জন্য অন্নদাদিদিকে আবিষ্কার করতে পেরেছিল। নারীর প্রতি তার সন্মান ও শ্রদ্ধার ভাব গড়ে উঠেছিল। অন্নদার প্রভাবেই বাজলক্ষ্মী সম্পর্কে তার মনোভাবেরও পরিবর্তন ঘটে। তাই তার উপলব্ধি - অস্কেবে নারীর পদস্ফলন ঘটে থাকে, তবুও তাদের নারীত্ব কোন অবস্থাতেই কল্পিত হয় না। শ্রীকান্ত এবং বাজলক্ষ্মী মরৎচন্দ্রের লেখনীতে এক অনবদ্য সৃষ্টি।

মরৎচন্দ্র তাঁর ‘দেবদাস’ উপন্যাসে বাল্যপ্রমথের ঊর্ধ্বতর দিকটি অঙ্কন করেছেন। দেবদাস-পার্বতীর বাল্যপ্রমথ ও ব্যর্থতা, হতাশাগ্রস্থ দেবদাসের চন্দ্র-সুখী নাক্ষী গণিকার স্নেহ ভালোবাসা নাও এই উপন্যাসের বিষয়। ‘চবিত্রয়ী’ উপন্যাসে মরৎচন্দ্র তথাকথিত কুলটা ও পতিতাদের মধ্যে স্ত্রীস্বার্থী বঙ্গবীর প্রেমকে উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন। ‘দত্তা’ তাঁর বিশুদ্ধ প্রেমের স্নানস্বার্থিক উপন্যাস। ‘গৃহদাহ’ মরৎচন্দ্রের দাঙ্গাশত্রু জীবন অসমস্যার উপন্যাস। নিজে লেখক স্বীকার করেছেন - ‘ওটাই আমার best বই। ওটা লিখতে আমার সবচেয়ে বড় ক্ষতি ব্যয় হয়েছিল বলে আমার বিশ্বাস।’ অচলায় দোলাচলতা, স্নানস্নেহের আংশবিক অনভিত্ততা, সুরোজের অসংযম এই উপন্যাসে সিকোন স্নেহের চিত্র অঙ্কন করে ফেলেছিল। কৌলিন্য প্রথার উদয় ভিত্তি করে মরৎচন্দ্র রচনা করেছেন ‘বাম্বুনের মেয়ে’। ‘দেবদাস’ অত্যাচারী জমিদারের মাসন-জোশনের এক নির্ভরম চিত্র। ‘নববিধান’ পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্তঃসার সূন্যতার চিত্র। ‘পথের দাবী’ মরৎচন্দ্রের অকৃষিক্ষ দেশপ্রীতির নিদর্শন। পরাধীনতার স্নানসমসংকর্ষ ও বিপ্লব-বাদ এখানে প্রস্তুত। ‘বিপ্রদাস’ উপন্যাসে স্নানস্নেহের আচরণনিষ্ঠা ও প্রেমের বিবোধের কাহিনী। ‘শুভদা’ ‘স্নেহের পরিচয়’ লেখকের অসম্পূর্ণ উপন্যাস। প্রথমদিকে প্রাচীন স্নানস্নেহের অবস্থ্যচিহ্ন ও অন্যটিতে চবিত্রয়ীস্নানস্নেহের পরও নারীর স্নেহ স্নেহ কাপের পরিচয় বিবৃত।

এভাবে দুইটি কথাই মরৎচন্দ্রের উপন্যাস প্রতিভা আলোচনা করা সম্ভব নয়। আদর্শবাদিতা ও অতিবিকৃত ওাবোচ্ছাস, অতিক্রম, স্কুদ্রাদেশ, ভাষ্যলিখিত্য তাঁর একটি হিসাবে ধরা হলেও বিষয় নির্বাচনে ও গল্পবিন্যাসে তিনি অনন্যস্বার্থী। তাই তাঁর জনপ্রিয়তা আজ নিঃসন্দেহে স্নানস্নেহে অবস্থিত।